ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ॥ সংখ্যা ১০৪ ও ১০৫ (যুক্ত), সেপ্টেম্বর ২০২৪
ISSN: 2411-9059, e-ISSN: 3006-3078 DOI : http://dx.doi.org/10.62296/DVP/10405/002

শান্তি সাংবাদিকতার চর্চা: পরিপ্রেক্ষিত কাশ্মীর ইস্যু

রোবায়েত ফেরদৌস*
তন্ময় সাহা জয়**

Abstract : In this study, the nature and representation of news published in two Bangladeshi newspapers have been analyzed using the ideas of the peace journalism model given by the Norwegian social scientist Johan Galtung. Here the coding frames are prepared in light of the peace journalism model for framing analysis; besides this, the content analysis method is used. Considering the overall results of the research, it is found that the Bangladeshi media are still dependent on the traditional style of journalism in reporting war and conflicts. Peace journalism practice has not been found on a large scale till now. Except for some events, the Bangladeshi media are practicing war journalism on a large scale in almost every case. The journalism practice of Bangladesh doesn't show any evidence of coming out the conventional trends; rather, it shows the trends of sustaining the conflicts and contributing to shaping the problem to a greater degree. However, it has been proven in peace journalism practice that the media can play a vital role in resolving conflicts and establishing peace.

মুখ্যশব্দ : শান্তি সাংবাদিকতা, কাশ্মীর, গণমাধ্যম, যুদ্ধমুখীনতা

* অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
** প্রভাষক, কমিউনিকেশন অ্যান্ড মাল্টিমিডিয়া জার্নালিজম বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

১. ভূমিকা

কাশ্মীর ভারতীয় উপমহাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল যা ভারত, পাকিস্তান ও চীন - এ তিন দেশের মাঝে বিস্তৃত। ভারত বিভাজনের পর থেকেই এই কাশ্মীর বিভিন্ন রাজনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি ইস্যুতে আলোচনায় এসেছে। সর্বশেষ ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে ভারত কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বিলুপ্ত করে। এই ইস্যুতে বাংলাদেশ সরাসরি যুক্ত না থাকলেও ভূ-রাজনৈতিক কারণে ইস্যুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি কাশ্মীরে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ মানুষ মুসলিম হওয়ায় এদেশের মানুষের সঙ্গে এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক নৈকট্যের বিষয়টিও বিবেচ্য। কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বিলুপ্ত করার কারণে সৃষ্ট বর্তমান কাশ্মীর ইস্যুটি তাই বাংলাদেশি পাঠকদের কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। দেশের প্রায় সব সংবাদপত্র এ বিষয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। দেশের অনলাইন গণমাধ্যমগুলোতেও নিয়মিত এ ইস্যুতে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। পাঠকসংখ্যার বিবেচনায় *বিডিনিউজ২৪.কম* ও *প্রথম আলো* অনলাইন দেশের অনলাইন গণমাধ্যমগুলোর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান গবেষণাটি পরিচালনার মাধ্যমে শান্তি সাংবাদিকতা মডেলের আলোকে *বিডিনিউজ২৪.কম* ও *প্রথম আলো* অনলাইনে কাশ্মীর ইস্যুতে প্রকাশিত সংবাদগুলোর পরিবেশনা ও প্রকৃতি দেখা হয়েছে। কাশ্মীর ইস্যুতে পত্রিকা দুইটিতে প্রকাশিত সংবাদগুলোর ফ্রেমিং কেমন ছিল এবং প্রকাশিত সংবাদগুলো শান্তি সাংবাদিকতা মডেল কতটা অনুসরণ করেছে তার গুণগত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অনলাইন পত্রিকা দুইটি কোন ধরনের সাংবাদিকতা অনুসরণ করেছে তার শতকরা হারও এখানে দেখা হয়েছে।

২. প্রত্যয়সমূহের সংজ্ঞার্থ

২.১ জম্মু ও কাশ্মীর

ভারত, পাকিস্তান ও চীন কাশ্মীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ নিয়ন্ত্রণ করছে। ভারতের অন্তর্গত কাশ্মীরকে ১৯৫৪ সালে 'জম্মু ও কাশ্মীর' নামে রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হয়। ২০১৯ সালের রাজ্যটিকে দুইটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিভক্ত করে এর রাজ্যের মর্যাদা বিলোপ করা হয় (Ministry of Law and Justice, 2019)।

২.২ ৩৭০ ও ৩৫ক অনুচ্ছেদ

ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে নিজেদের সংবিধান প্রণয়নের সুযোগ দিয়েছিল। পাশাপাশি এর মাধ্যমে রাজ্যটি ভারতীয় পার্লামেন্টের বিবিধ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের সুযোগ পেত। ১৭ অক্টোবর ১৯৪৯ সালে অনুচ্ছেদটি ভারতীয় সংবিধানে যুক্ত হয়েছিল। জম্মু ও কাশ্মীরে গণভোট না হওয়া পর্যন্ত এই অনুচ্ছেদটিকে অস্থায়ী, ক্রান্তিকালীন ও বিশেষ বিধান হিসেবে সংবিধানে যুক্ত করা হয়েছিল। তবে ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে ভারতের সুপ্রিমকোর্ট ৩৭০ অনুচ্ছেদকে অস্থায়ী হিসেবে বিবেচনা করতে অস্বীকৃতি জানায়।

৩৫ক অনুচ্ছেদটিও কাশ্মীরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত ছিল। তবে অনুচ্ছেদটি ভারতীয় সংবিধান সংশোধনের প্রচলিত আইন (৩৬৮ অনুচ্ছেদ) অনুসারে পাস না করে ১৯৫৪ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশের মাধ্যমে অনুমোদন করা হয়েছিল (Buchanan, 2019)। অনুচ্ছেদটি জম্মু ও কাশ্মীরের আইনসভাকে রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা এবং তাদের বিশেষ অধিকার ও সুযোগ-সুবিধাগুলোকে সংজ্ঞায়িত করার ক্ষমতা দিয়েছিল ।

২.৩ কাশ্মীর ইস্যু

২০১৯ সালের আগস্ট মাসের শুরু থেকেই কাশ্মীরে বাড়তি সেনা মোতায়েন করা শুরু হয়। বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সেবা; যেমন: ইন্টারনেট সেবা, টেলিসেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়। পর্যটক ও তীর্থযাত্রীদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অনেককে কাশ্মীরে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের গৃহবন্দি করা হয়। কাশ্মীরের বিভিন্ন এলাকায় দেওয়া হয় কারফিউ। এ নিয়ে পাকিস্তান ও চীন বিভিন্ন ফোরামে প্রতিবাদ জানায়; বিভিন্ন বিশ্বনেতাদের প্রতিক্রিয়াও দেখা যায়। ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ ও ৩৫ক অনুচ্ছেদ বাতিল, তথা জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের বিশেষ স্বায়ত্বশাসন বিলোপের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিকেই বর্তমান গবেষণায় কাশ্মীর ইস্যু হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

৩. শান্তি সাংবাদিকতা চর্চা: বহির্বিশ্ব ও বাংলাদেশ

(রুন অটোসেন, ২০১০) তাঁর 'The war in Afghanistan and peace journalism in practice' গবেষণা নিবন্ধে ইয়োহান গালতুংয়ের শান্তি সাংবাদিকতা মডেলের বিভিন্ন গতিধর্ম তুলে ধরেছেন। গালতুংয়ের শান্তি সাংবাদিকতা বাস্তবে কাজ করে কি না তা দেখানোর জন্য কেইস স্টাডি হিসেবে তিনি আফগানিস্তানে নরওয়ের সামরিক উপস্থিতির বিষয়টি প্রসঙ্গ হিসেবে এনেছেন। পাশাপাশি তিনি তাঁর ছাত্রদের অ্যাকাডেমিক ও সাংবাদিকতার কিছু উদাহরণের মাধ্যমে আরও নির্দিষ্টভাবে শান্তি সাংবাদিকতার প্রাসঙ্গিকতার বিষয়টি অন্বেষণ করার চেষ্টা করেছেন। আফগানিস্তান যুদ্ধের সময় রুন অটোসেনের ছাত্র অ্যান্ডর্স সোমে হ্যামার শান্তি সাংবাদিকতার অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কাবুলে গিয়ে সেই এলাকার কাছাকাছি আসার জন্য সেখানে বসতি স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেন। এতে গালতুং প্রস্তাবিত জনগণমুখী সাংবাদিকতার চর্চার সুযোগ তৈরি হয়। সেখানে কাজ করতে গিয়ে নরওয়েজীয় সামরিক কর্মকর্তাদের সহযোগিতা না পাওয়ার কথা তুলে ধরেন হ্যামার। পাশাপাশি বিদেশি সৈন্যদের ওপর সাধারণ আফগানিদের ক্ষোভ ও অভিযোগের বিষয়টিও তুলে ধরেন তিনি। কিন্তু নরওয়েজীয় সরকার বিশেষ মিডিয়া কৌশল ব্যবহার করে নিজেদের সামরিক উপস্থিতির মানবিক দিকগুলোর ওপর জোর দিয়ে আসছিল এবং বেসামরিক হতাহতের জন্য নরওয়ের দায়বদ্ধতার সমস্যাগুলো এড়িয়ে গিয়েছিল।

এই বিষয়গুলোকে রুন অটোসেন গালতুংয়ের মডেলের 'জনগণকেন্দ্রিক বনাম ক্ষমতাধর শ্রেণিকেন্দ্রিক' সাংবাদিকতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর মতে, হ্যামারের-এর এই অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা শান্তি সাংবাদিকতার একটি উদাহরণ। কারণ এটি কণ্ঠহীনদের কণ্ঠস্বর দিয়েছে এবং সমস্ত অন্যায়কারীদের সবার সামনে এনে দিয়েছে। তিনি আরও বলেন, যুদ্ধ ও শান্তি সাংবাদিকতার মডেলটি তাত্ত্বিক অবদানের একটি উদাহরণ, যা কি না শুধু একটি আলোচ্যসূচিকে সংজ্ঞায়িতই করে না বরং গবেষক, শিক্ষক ও সাংবাদিকদের এমন একটি নতুন পথ খুঁজতেও অনুপ্রাণিত করে যা তাঁরা তাঁদের কাজে অনুসরণ করতে পারেন। তাঁর মতে, এই তত্ত্বটিকে সাংবাদিকতার অন্যান্য তত্ত্ব ও পদ্ধতির সাথে সম্পর্কযুক্ত করা উচিত (Ottosen, 2010)।

ইয়োহান গালতুংয়ের শান্তি সাংবাদিকতা মডেলের আলোকে বিভিন্ন এশীয় আঞ্চলিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সংবাদ পরিবেশনে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের স্থানীয় সংবাদপত্রগুলো কেমন ধরনের সাংবাদিকতার চর্চা করেছেন তা উঠে এসেছে (লী এবং মাসলগ, ২০১৫) 'War or Peace Journalism? Asian Newspaper Coverage of Conflicts' শীর্ষক এর গবেষণায়। এশিয়ার ৫টি দেশের মোট ১০টি সংবাদপত্রের ১৩৩৮টি সংবাদের পর্যালোচনায় দেখা যায় ৭৪৯টি (৫৬%) সংবাদে যুদ্ধ সাংবাদিকতার ফ্রেমিং প্রকট ছিল, অন্যদিকে ৪৭৮টি (৩৫.৭%) সংবাদে শান্তি সাংবাদিকতার ফ্রেমিং ও ১১১টি (৮.৩%) সংবাদে নিরপেক্ষ ফ্রেমিং প্রবণতা দেখা গিয়েছে (Lee & Maslog, 2005)। অর্থাৎ এশীয় পত্রিকাগুলো যুদ্ধ সাংবাদিকতার কৌশলই অধিক অনুসরণ করেছে।

ডেইলি মেইল ইন্টারন্যাশনালের সাংবাদিক (আজমল খান, ২০১৯) তাঁর 'War or Peace Journalism: Exploring News Framing of Kashmir Conflict in DAWN Newspaper' নিবন্ধে শান্তি সাংবাদিকতা মডেলের আলোকে ১ জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ সময়পর্বে *DAWN* পত্রিকায় ভারত-পাকিস্তানের মধ্যকার কাশ্মীর ইস্যুতে প্রকাশিত সংবাদের ফ্রেমিং নিয়ে আলোচনা করেছেন। ২০১৬ সালের ৮ জুলাই ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে বুরহান ওয়ানি নামে একজন কাশ্মীরি নিহত হওয়ার ঘটনায় পাকিস্তানের পত্রিকাগুলো কাশ্মীর ইস্যুতে ব্যাপক হারে সংবাদ প্রকাশ করেছিল।

আজমল খানের পর্যালোচনায় উঠে আসে সে সময় কাশ্মীর ইস্যুতে *DAWN* মূলত যুদ্ধ সাংবাদিকতা কৌশল অবলম্বন করেছিল। তাদের মোট ১০২২টি সংবাদের মধ্যে ৬৫৪টি সংবাদ (৬৩.৯%) ছিল যুদ্ধ সাংবাদিকতাধর্মী আর ৩৬৮টি সংবাদ ছিল (৩৬.১%) শান্তি সাংবাদিকতাধর্মী। ফলে স্পষ্টতই সে সময় পত্রিকাটি ব্যাপকভাবে যুদ্ধ সাংবাদিকতা কৌশলকেই অনুসরণ করেছিল। পত্রিকাটির কাভারেজ বিশ্লেষণে দেখা গেছে তারা আবেগ ও ঘৃণা ছড়িয়ে যুদ্ধ উস্কে দেওয়ার প্রবণতা দেখিয়েছে। তারা ভারত ও পাকিস্তানের নেতাদের বিদ্বেষমূলক বক্তৃতা ও কথাবার্তাকে বারবার সংবাদের শিরোনাম হিসেবে ব্যবহার করেছে। তারা কাশ্মীর ইস্যুতে জাতীয় পাতায় অনেক বেশি বেশি সংবাদ প্রকাশ করেছে যেখানে সমস্যাটিকে তারা দেশের জাতীয় সমস্যা হিসেবে তুলে ধরা চেষ্টা করেছে (Khan, 2019)।

বাংলাদেশি সাংবাদিক ও গবেষক (শামীম আরা শিউলি, ২০২০) তাঁর 'Reporting Myanmar-Rohingya Conflict: War Journalism or Peace Journalism?' শীর্ষক গবেষণায় রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় ৬টি সংবাদপত্রের ২৫১টি সংবাদ বিশ্লেষণে এ অঞ্চলে শান্তি সাংবাদিকতা চর্চার অবস্থা তুলে ধরেছেন। ২৫ আগস্ট ২০১৭ থেকে ২৩ জানুয়ারি ২০১৮ সময়কালে প্রকাশিত সংবাদসমূহ নিয়ে পরিচালিত এ গবেষণায় দেখা গেছে প্রায় ৫৮% সংবাদই ছিল যুদ্ধ সাংবাদিকতাধর্মী আর মাত্র ১৩.৫৪% সংবাদ ছিল শান্তি সাংবাদিকতাধর্মী। ৬টি পত্রিকার মধ্যে বাংলাদেশি দুই পত্রিকা *The Daily Star* ও *The New Age* উভয়ের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে তারা অনেক বেশি মাত্রায় যুদ্ধ সাংবাদিকতা চর্চা করেছে। গবেষণার জন্য নির্বাচিত ৬টি পত্রিকার মধ্যে The New Age-এ শান্তি সাংবাদিকতা চর্চার হার ছিল সর্বনিম্ন (Sheuli, 2020)।

৪. ৩৭০ ও ৩৫ক অনুচ্ছেদ বাতিল: কাশ্মীর ইস্যুর প্রেক্ষাপট

হিমালয় অঞ্চলে অবস্থিত ভূ-স্বর্গ হিসেবে পরিচিত কাশ্মীরকে ভারত ও পাকিস্তান দুই দেশই তাদের নিজেদের বলে দাবি করে। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসন থেকে উপমহাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে কাশ্মীরের তৎকালীন শাসক অঞ্চলটি ভারতের সাথে যুক্ত করতে একটি দলিল স্বাক্ষর করেন। পরে একে যুক্ত করা হয় জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য হিসেবে (Buchanan, 2019)। তবে মুসলিম অধ্যুষিত হওয়ায় এ অঞ্চলটি দাবি করেছিল পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির। পরবর্তীকালে ভারত ও পাকিস্তান এ অঞ্চলে তাদের নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে নিজেদের মধ্যে বেশ কয়েকবার যুদ্ধে জড়িয়ে পরে। বর্তমানে দুই দেশই কাশ্মীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ নিয়ন্ত্রণ করছে। ভারতের অন্তর্গত কাশ্মীর অংশে দীর্ঘদিন ধরে সহিংসতা ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। বিশ্বে যতগুলো অঞ্চল অত্যন্ত সংঘাতপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত তার মধ্যে কাশ্মীর অন্যতম। প্রায় সাত দশকের সংঘাত যেন এখান থেকে ছাড়ছেই না।

ভারতের সংবিধানের ৩৭০ ও ৩৫ক অনুচ্ছেদের মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে বিশেষ স্বায়ত্বশাসন দেওয়া হয়েছিল। অনুচ্ছেদ দুইটি রাজ্যটিকে নিজস্ব সংবিধান, আলাদা পতাকা ও আইন তৈরি করার অনুমোদন দিতো। পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগসংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ থাকত কেন্দ্র সরকারের হাতে। জম্মু ও কাশ্মীরের আইনসভা নাগরিকত্ব, সম্পদের মালিকানা ও মৌলিক অধিকারসংক্রান্ত আইন নিজেরা তৈরি করার ক্ষমতা রাখত (Ministry of Law, 1954)। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মানুষ জম্মু ও কাশ্মীরে জমি কিনতে কিংবা সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারতো না এ আইনের কারণে।

৩৭০ ও ৩৫ক অনুচ্ছেদকে ভারতের সাথে কাশ্মীরের সম্পর্কের মূল ভিত্তি হিসেবে মনে করা হতো। কিন্তু ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ঘোষণার মাধ্যমে ভারতের সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ ও ৩৫ক ধারা বিলুপ্তির সুপারিশ আসে রাজ্যসভায়। এই বিলুপ্তির মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী শাসিত হবে; ঠিক যেভাবে ভারতের অন্য সব রাজ্য শাসিত হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে এখন থেকে ভারতের সব আইন কাশ্মীরিদের জন্যও প্রযোজ্য হবে। পাশাপাশি এ রাজ্যের বাইরে থেকে এসেও মানুষ এখন এখানে সম্পত্তি কিনতে পারবে (Mustafa, 2019)।

কাশ্মীর ইস্যুটি অবশ্য ২০১৯ সালের ৫ আগস্টের কয়েকদিন আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। এই আইন পাস হওয়ার আগেই সেখানে বাড়তি সেনা মোতায়েন করা হয়েছিল, বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তীর্থযাত্রী-পর্যটকদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়, পাশাপাশি গৃহবন্দি করা হয় স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাবৃন্দকে। বিভিন্ন এলাকায় দেওয়া হয় কারফিউ। এ অঞ্চলের জনগণকে এক রকম বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়। এ ইস্যুতে ভারত আর পাকিস্তানের সম্পর্ক আবারও খারাপ হতে শুরু করে।

দেশি ও বিদেশি পত্রিকাগুলো এই ইস্যুতে নিয়মিত সংবাদ পরিবেশন করেছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমও কাশ্মীর ইস্যুতে নিয়মিত সংবাদ ও বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। অনলাইন গণমাধ্যমে এ সংক্রান্ত সংবাদ অপেক্ষাকৃত বেশি প্রকাশিত হতে দেখা গিয়েছে এ সময়ে। ভারত প্রতিবেশী দেশ হওয়ার পাশাপাশি ধর্মীয়, ভূ-রাজনৈতিক ও নিরাপত্তাসংক্রান্ত কারণে কাশ্মীর ইস্যুটি বাংলাদেশের মানুষের কাছে সবসময়ই বেশ গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে।

৫. তাত্ত্বিক কাঠামো

ফ্রেমিং বিশ্লেষণের মাধ্যমে কাশ্মীর ইস্যুতে প্রকাশিত সংবাদগুলোর প্রকৃতি ও পরিবেশনা পর্যবেক্ষণে ইয়োহান গালতুংয়ের শান্তি সাংবাদিকতা মডেলের ধারণাসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে।

৫.১ শান্তি সাংবাদিকতা

'শান্তি সাংবাদিকতা' ধারণার কাঠামোটি মূলত ইয়োহান গালতুং দ্বারা প্রথম সামনে আসে। তিনি যুক্তি দেন যে গণমাধ্যমসমূহ অত্যধিক যুদ্ধ ও সহিংসতায় ব্যস্ত এবং শান্তিপূর্ণ আখ্যান প্রায়ই উপেক্ষিত হয়। এভাবে তিনি দুটি স্বতন্ত্র সাংবাদিকতা ধারার প্রস্তাব করেন। তা হলো- শান্তি সাংবাদিকতা ও যুদ্ধ সাংবাদিকতা (Galtung, 1986)। ইয়োহান গালতুং প্রচলিত সাংবাদিকতার ধারণাকে 'নিচু রাস্তা' হিসেবে আখ্যা দেন এবং শান্তি সাংবাদিকতার ধারণা দেন। শান্তি সাংবাদিকতাকে তিনি 'উঁচু রাস্তা' হিসেবে উল্লেখ করেন।

৫.২ ইয়োহান গালতুংয়ের শান্তি সাংবাদিকতা মডেল

গালতুং তাঁর শান্তি সাংবাদিকতা মডেলের মাধ্যমে সংঘাত নিরসনের প্রচলিত সনাতন সাংবাদিকতা ও শান্তি সাংবাদিকতার মাঝে চারটি প্রধান শ্রেণিগত পার্থক্য দেখান (Galtung, 2017)। এগুলো হলো-

ক. যুদ্ধমুখীনতা বনাম শান্তিমুখীনতা

যুদ্ধ সাংবাদিকতা অনেকটাই প্রচারণা নির্ভর হয়ে থাকে, যেখানে নির্দিষ্ট একটি পক্ষকে সমর্থন করা হয়। আর অন্যদিকে শান্তি সাংবাদিকতা হয়ে থাকে সত্যনির্ভর। শান্তি সাংবাদিকতায় সংঘাতকে স্বচ্ছভাবে উপস্থাপন করা হয়, সেখানে সকল পক্ষের মাঝেই একটা জয়-জয় পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা থাকে। যুদ্ধ সাংবাদিকতা শুরু হয় যুদ্ধের সাথে, আর শান্তি সাংবাদিকতা যুদ্ধকে প্রতিরোধ করতে যুদ্ধ শুরুর আগে থেকেই কাজ শুরু করে। বস্তুত, যুদ্ধ না থাকলে যুদ্ধ সাংবাদিকতা থাকবে না কিন্তু শান্তি সাংবাদিকতা থাকবেই। সংঘাতের কারণসমূহের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও সমস্যার মূল বিষয়গুলো নিয়ে শান্তি সাংবাদিকতা আলোচনা করে।

খ. প্রচারণাভিত্তিক বনাম সত্যকেন্দ্রিক

প্রচলিত সাংবাদিকতায় একটি পক্ষের সত্য উঠে আসলেও অপর পক্ষেরটা লুকানো থাকে। কিন্তু শান্তি সাংবাদিকতায় সকল পক্ষের সত্যই উদ্‌ঘাটিত হয়।

গ. ক্ষমতাশালী শ্রেণিকেন্দ্রিক বনাম জনগণকেন্দ্রিক

সনাতনী ধারার সাংবাদিকতায় যেখানে অন্যপক্ষের কারণে অপর পক্ষের কী ক্ষতি হলো সেই দিকটি এবং ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা মানুষগুলোর কথা প্রাধান্য পায়, সেখানে শান্তি সাংবাদিকতা আবর্তিত হয় মানুষকে কেন্দ্রে রেখে। সকল স্তরের মানুষের কথা তুলে আনার প্রয়াস করে শান্তি সাংবাদিকতা।

ঘ. জয়মুখীনতা বনাম সমাধানমুখীনতা

প্রচলিত সাংবাদিকতায় জয়-পরাজয়, যুদ্ধবিরতি, চুক্তি ইত্যাদির ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। কিন্তু শান্তি সাংবাদিকতা সমাধানের পথ খোঁজে, সমঝোতার চেষ্টা করে; চেষ্টা করে সম্পর্ক পুনর্নির্মাণ করার।

> *প্রচলিত ধারায়, শান্তি = জয় + যুদ্ধবিরতি চুক্তি,*
> *আর শান্তি সাংবাদিকতায়, শান্তি = অহিংসা + সৃজনশীলতা* (Lynch & McGoldrick, 2005)।

৬. গবেষণা পদ্ধতি
৬.১ ফ্রেমিং বিশ্লেষণ

ব্যক্তি যোগাযোগে এবং গণযোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যমের বার্তাসমূহ বুঝতে এবং তা বিশ্লেষণের জন্য ফ্রেমিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। Pan & Koisick (1993) একে অবধারণগত প্রক্রিয়া হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের মতে,

> ফ্রেমিং হচ্ছে A cognitive 'window' through which a news story is 'seen'। ফ্রেমিং ব্যবহার করে উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোনো নির্দিষ্ট দিকে মনোযোগ নির্দেশ

করার পাশাপাশি দর্শকদেরকে অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করা থেকে বিরত করে রাখার প্রয়াস করা হয় (Pan & Koisick, 1993) । অর্থাৎ কোনো কিছুকে নিজস্ব আঙ্গিকে উপস্থাপন করতে ফ্রেমিং ব্যবহার করা হয়।

(আরভিং গফম্যান, ১৯৭৪) তাঁর *'FRAME ANALYSIS: An Essay on the Organization of Experience'* গ্রন্থে বলেন, ''যে কেউ-ই নিজস্ব আঙ্গিকে ফ্রেম-বিভ্রান্তি তৈরি করে অন্যের সঙ্গে তার যোগাযোগকে প্রভাবিত করতে পারে।'' গফম্যান আরও বলেন, ফ্রেমিং বিশ্লেষণ বা কাঠামোকরণ বিশ্লেষণ হচ্ছে একটা শ্রেণিকরণ প্রক্রিয়া যা আমাদের জীবনে ঘটে যাওয়া নানান বিচিত্র ঘটনা শনাক্ত করতে, চিহ্নিত করতে, অনুধাবন করতে এবং লেবেল করতে অনুমোদন করে (Goffman, 1974) ।

সহজ ভাষায় বলতে গেলে, কোনো বিষয়কে নির্দিষ্ট কোনো দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিশ্লেষণ করার প্রক্রিয়াই হলো ফ্রেমিং বিশ্লেষণ। এই ফ্রেমিং-এর ব্যবহার বর্তমানে গণমাধ্যমের নানা আধেয়তে হচ্ছে। যেকোনো আধেয়ই সম্প্রচারের পূর্বে মূলত ফ্রেমিং-এর ভেতর দিয়ে যায়।

বর্তমান গবেষণায় নমুনায়নের মাধ্যমে নির্বাচিত সংবাদগুলোর পরিবেশনে কেমনতর ফ্রেমিং ব্যবহার হয়েছে তা শান্তি সাংবাদিকতা মডেলের আলোকে দেখা হয়েছে। এর জন্য নির্বাচিত সংবাদসমূহের ফ্রেম নির্ণয়ে পরিমাণবাচক ও গুণবাচক আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

৬.২ আধেয় বিশ্লেষণ

যোগাযোগ গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলোর মধ্যে আধেয় বিশ্লেষণ অন্যতম। (বেরেলেসন, ১৯৫২) এর মতে, ''Content analysis a research technique for the objective, systematic and quantitative description of the manifest content of communication.'' (সূত্রঃ Krippendorff, 2003)। অর্থাৎ আধেয় বিশ্লেষণকে তিনি যোগাযোগের নানা প্রকাশ্য বিষয়বস্তুর বস্তুনিষ্ঠ, নিয়মতান্ত্রিক ও গুণাত্মক বিশ্লেষণের পদ্ধতি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বেরেলসন যোগাযোগ গবেষণায় আধেয় বিশ্লেষণের বেশকিছু ব্যবহারের কথা তুলে ধরেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখ্য –

- যোগাযোগের উপাদানসমূহের প্রবণতা ব্যাখ্যা
- গণমাধ্যমসমূহের প্রচারণা কৌশল উন্মোচন
- যোগাযোগকারীদের উদ্দেশ্য ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য শনাক্তকরণ
- গণমাধ্যমসমূহ এবং যোগাযোগের বিভিন্ন মাত্রাগুলোর মধ্যে তুলনা করা ইত্যাদি (সূত্রঃ Krippendorff, 2003)।

উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করার জন্য আধেয় বিশ্লেষণে দুই ধরনের পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। যথা:

১. পরিমাণবাচক পদ্ধতি
২. গুণবাচক পদ্ধতি

৬.২.১ পরিমাণবাচক পদ্ধতি

পরিমাণবাচক আধেয় বিশ্লেষণের মূল বিষয় হচ্ছে সংখ্যাত্মক বা পরিমাণগত হিসাব। সংখ্যাত্মক বিষয়ের ওপরেই ভিত্তি করে এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন চলকের প্রবণতা ও ধরন ব্যাখ্যা করা হয়। পরিমাণবাচক আধেয় বিশ্লেষণে বেশ সতর্কতার সঙ্গে সংখ্যাত্মক উপাত্তগুলো প্রস্তুতকরণ ও পরিবেশনের কাজ করতে হয়। আর এসব উপাত্ত প্রস্তুত করতে বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাতকরণ একক; যেমন: কোডিং, সারণি, বর্গীকরণ, সমীক্ষণ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৬.২.২ গুণবাচক পদ্ধতি

গুণবাচক আধেয় বিশ্লেষণে আধেয়সমূহকে মূলত গুণগত দিক থেকে বিশ্লেষণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে আধেয়ের উপাত্তসমূহের নানা প্রবৃত্তি ও প্রবণতা খুঁজতে ব্যক্তি-যোগাযোগ ও নিজের অন্তর্দৃষ্টিকে কাজে লাগাতে হয়। (ক্রেসওয়েল, ১৯৯৮)-এর মতে, গুণগত গবেষণা হচ্ছে এক বিশেষ ধরনের অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যা একটি সামাজিক বা মানবিক সমস্যাকে পদ্ধতিগতভাবে অন্বেষণ করে। এ ধরনের গবেষণা পদ্ধতিতে একটি মিশ্র ও সামগ্রিক ছবি তৈরির কাজ হয়; যেখানে আধেয়ের শব্দ বিশ্লেষণ, তথ্যদাতাদের মতামত ও অন্যান্য বিষয় অধ্যয়নের কাজ করা হয়ে থাকে (Creswell, 1998)।

বর্তমান গবেষণায় আধেয়সমূহের ফ্রেমিং বিশ্লেষণে পরিমাণবাচক ও গুণবাচক উভয় আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতিই ব্যবহৃত হয়েছে।

৬.৩ কোডিং ফ্রেম

মূলত ইয়োহান গালতুংয়ের শান্তি সাংবাদিকতা মডেলের শ্রেণিকরণ (Lynch & McGoldrick, 2005) অনুসরণ করে সংবাদের পরিবেশনা ও প্রকৃতি বিশ্লেষণে কোডিং ফ্রেমের শ্রেণিবিভাগটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এর জন্য 'Peace Journalism: Principles and Structural Limitations in the News Coverage of Three Conflicts' গবেষণায় Seow Ting Lee (2010) কর্তৃক ব্যবহৃত কোডিং শ্রেণিকরণের সহায়তা নেওয়া হয়েছে (সিত টিং লী, ২০১০) গবেষণায় ব্যবহৃত ফ্রেমিং শ্রেণিকরণটি (সারণি-১) তুলে ধরা হলো।

সারণি-১ : কোডিং শ্রেণিবিভাগ

০	যুদ্ধ সাংবাদিকতা নির্দেশক ফ্রেম	শান্তি সাংবাদিকতা নির্দেশক ফ্রেম
	অভিগমনগত	
১	**সীমিত প্রেক্ষাপট** এখানে শুধু সংঘাতের কাছাকাছি সময়ের কথা উঠে আসে।	**কারণ ও ফলাফলকেন্দ্রিক** এখানে সংঘাতের কারণসমূহের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও মূল কারণসমূহ বর্ণনা করা হয়।
২	**দ্বন্দ্বের দৃশ্যমান প্রভাব** এখানে হত্যা, মারামারি ইত্যাদি দৃশ্যমান বিষয়গুলোতে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়।	**দ্বন্দ্বের অদৃশ্য প্রভাব** এখানে সামাজিক, সাংস্কৃতিক কিংবা মানসিক অবস্থাগুলোতে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়।
৩	**বৈসাদৃশ্যকেন্দ্রিক** এখানে গোষ্ঠীগুলোর মাঝে বিদ্যমান বৈসাদৃশ্যের ওপরে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় যা কি না দ্বন্দ্ব আরও উস্কে দেয়।	**সমঝোতাকেন্দ্রিক** এখানে যে গোষ্ঠীগুলোর মাঝে দ্বন্দ্ব বিরাজ করছে তাদের মাঝে সমঝোতার চেষ্টা করা হয়।
৪	**ভালো/মন্দ পক্ষ যাচাই প্রবণতা**	**বিভাজনমুখীনতা বিরোধী**

	এখানে দেখা যায়, গোষ্ঠীগুলোর মাঝে ভালো/মন্দের দ্বি-বিভাজন করা হয়।	এখানে দেখা যায়, গোষ্ঠীগুলোর মাঝে যাতে বিভাজন না হয় তার চেষ্টা করা হয়।
৫	**দ্বিপাক্ষিককেন্দ্রিক** এখানে দেখা যায়, সংঘাতের আলোচনা শুধু দুইটি পক্ষের মাঝেই রাখা হয়।	**বহুপক্ষীয়কেন্দ্রিক** এখানে সংঘাতের আলোচনায় জড়িত সবার বক্তব্য রাখা হয়।
৬	**প্রচারণাকেন্দ্রিক** একটি পক্ষের সত্য উঠে আসলেও অন্যপক্ষেরটা লুকায়িত থাকে।	**সত্যকেন্দ্রিকতা** সকল পক্ষের সত্যই উদ্‌ঘাটিত হয়।
৭	**ক্ষমতাধর শ্রেণিকেন্দ্রিক** ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা মানুষগুলোর কথা প্রাধান্য পায়।	**জনগণকেন্দ্রিক** সকল স্তরের মানুষের কথা তুলে আনার প্রয়াস করা হয়।
৮	**জয়মুখীনতা** জয়-পরাজয়, যুদ্ধবিরতি, চুক্তি ইত্যাদির ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়।	**সমাধানমুখীনতা** সমাধানের পথ খোঁজে; সমঝোতার চেষ্টা করে; চেষ্টা করে সম্পর্ক পুনর্নির্মাণ করার।
	ভাষাগত	
৯	**ভুক্তভোগীপ্রবণ ভাষার ব্যবহার** দরিদ্র, বিধ্বস্ত, হতাশ, প্রতিরক্ষাহীনতার মতো বাক্যাংশ ব্যবহার করে লোকেরা কী করেছে তা বর্ণনা করা হয়।	**ভুক্তভোগীপ্রবণ ভাষা এড়ানো** কোনো বিশেষণ ব্যবহার না করেই কী ঘটেছিল বা মানুষের সাথে কী কী ঘটেছিল তা বর্ণনা করা হয়।
১০	**তীব্রতর ভাষার ব্যবহার** নিষ্ঠুর, পাশবিক, সন্ত্রাসী, বর্বর, অসভ্য, চরমপন্থীর মতো শব্দ ব্যবহার করা হয়।	**তীব্রতর ভাষা এড়ানো** লোকেদের নিজেদের সরবরাহ করা বিবরণ, শিরোনাম বা নাম ব্যবহার করা হয়।
১১	**আবেগীয় ভাষার ব্যবহার** গণহত্যা, জাতিগত নির্মূল, জোরপূর্বক স্থানান্তর, ধর্ষণ, গোষ্ঠীগতহত্যার মতো বাক্যাংশ ব্যবহার করে অশান্তি তৈরির চেষ্টা করা হয়।	**আবেগীয় ভাষা এড়ানো** কেবল গুরুতর পরিস্থিতির জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী ভাষা সংরক্ষণ করা হয়।

৭. নমুনায়ন

৭.১ পত্রিকা নমুনায়ন

বাংলাদেশের অনলাইন সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে বিডিনিউজ২৪.কম *(bdnews24.com)* অন্যতম। এটি দেশের প্রথম ইন্টারনেটভিত্তিক অনলাইন পত্রিকা। তাদের ফেসবুক পেজের অনুসরণকারীর সংখ্যা এক কোটির কাছাকাছি (Facebook, 2022a)। অ্যালেক্সা.কম-এর কমপিটিটিভ অ্যানালিসিসের বিশ্লেষণে অনলাইন পত্রিকাটিকে বাংলাদেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অনলাইন সাইট হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। তাদের ট্রাফিক সোর্সেস (Search Percentage)-এর হিসেবে পত্রিকাটি দেশে দ্বিতীয় এবং রেফারোল সাইটিস-এর হিসেবে দেশে তৃতীয় স্থানে রয়েছে (Alexa, 2022a)। বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত এই অনলাইন পত্রিকার বাংলা ভার্সনকে বর্তমান গবেষণার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।

দেশের আরেক পাঠকসমৃদ্ধ গণমাধ্যম দৈনিক প্রথম আলো। alexa.com-এর হিসেবে *টপ সাইটস ইন বাংলাদেশের*-এর তালিকায় এর অবস্থান ৪র্থ; পাশাপাশি অনলাইন পত্রিকাসমূহের মধ্যে এর অবস্থান ১ম (Alexa, 2022b)। ফেসবুকে পেজে তাদের অনুসরণকারীর সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৭৫ লাখের কাছাকাছি (Facebook, 2022b)। সাম্প্রতিক কাশ্মীর ইস্যুর সংবাদ পরিবেশনা ও পর্যালোচনার জন্য স্বেচ্ছাচারী নমুনায়নের মাধ্যমে তাই *বিডিনিউজ২৪.কম* এর পাশাপাশি প্রথম আলো অনলাইনের বাংলা সংস্করণকেও নির্বাচন করা হয়েছে।

৭.২ সময়পর্ব নমুনায়ন

২০১৯ সালের ৫ আগস্ট কাশ্মীরের বিশেষ আইন বাতিলের বিলটি ভারতের সংসদে পাস হয়েছিল। কিন্তু তার পূর্বেই ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার কাশ্মীরের নিরাপত্তা জোরদার এবং নানা বিধিনিষেধ জারি করে কাশ্মীরের সঙ্গে ভারতের অন্য অংশের যোগাযোগ বন্ধ করে ফেলেছিল। তাই কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে প্রকাশিত সংবাদের প্রকৃতি ও পরিবেশনা দেখার জন্য ১ আগস্ট ২০১৯ থেকে মোট ৩১ দিন অর্থাৎ ৩১ আগস্ট পর্যন্ত সময় (সারণি-২) নির্বাচন করা হয়েছে।

সারণি-২ : গবেষণার সময়পর্ব

পত্রিকার নাম	বিডিনিউজ২৪.কম	প্রথম আলো অনলাইন
সময়	১-৩১ আগস্ট ২০১৯	

৭.৩ সংবাদ নমুনায়ন

নির্বাচিত সময়কালের *বিডিনিউজ২৪.কম* ও *প্রথম আলো* অনলাইনের সংবাদগুলোর মধ্যে যে সংবাদগুলো সাম্প্রতিক কাশ্মীর ইস্যুর সাথে সম্পর্কিত ছিল শুধু তাদেরকে নির্বাচন করা হয়েছে। সংবাদ বলতে এক্ষেত্রে বিভিন্ন ডেস্কের রিপোর্ট, প্রতিনিধিদের প্রতিবেদন, মতামতধর্মী কলাম, সংবাদ সংস্থার উপাত্তনির্ভর প্রতিবেদনকে বিবেচনা করা হয়েছে। এর জন্য আধেয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা হয়েছে সংবাদের বিষয়বস্তুতে কাশ্মীর সমস্যা ও এর সংশ্লিষ্ট/সম্পর্কযুক্ত বিবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা বা তথ্যের উপস্থাপনা আছে কি না। কেবল সেই সব সংবাদকেই এখানে বিবেচনা করা হয়েছে, যেখানে কাশ্মীর সমস্যা ও এর সংশ্লিষ্ট/সম্পর্কযুক্ত বিবিধ বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। এমন সংবাদ মোট **১৭৯**টি (সারণি-৩) পাওয়া গেছে।

সারণি-৩ : পত্রিকা অনুসারে নির্বাচিত সংবাদের সংখ্যা

পত্রিকার নাম	**মোট সংবাদ**
বিডিনিউজ২৪.কম	৭৯
প্রথম আলো অনলাইন	১০০
মোট	**১৭৯**

৮. উপাত্ত বিশ্লেষণ পদ্ধতি

শান্তি সাংবাদিকতা মডেলের আলোকে প্রণীত কোডিং ফ্রেম ব্যবহার করে আধেয় বিশ্লেষণের পদ্ধতি অনুসরণ করে নমুনায়নের মাধ্যমে সংগৃহীত সংবাদগুলোর ঝোঁক পর্যালোচনা করে প্রতিটি নির্দেশক ফ্রেমের জন্য '**১**' স্কোর বিবেচনা করে বর্তমান গবেষণার সারণিগুলো প্রস্তুত করা হয়েছে। এখানে যে সংবাদে যুদ্ধ সাংবাদিকতার ফ্রেমের আধিক্য পাওয়া গিয়েছে তাকে যুদ্ধ সাংবাদিকতা শ্রেণিতে এবং যে সংবাদে শান্তি সাংবাদিকতার ফ্রেমের আধিক্য পাওয়া

গিয়েছে তাকে শান্তি সাংবাদিকতা শ্রেণিতে বিবেচনা করা হয়েছে। তবে ফ্রেম পার্থক্য ১ এর ক্ষেত্রে দুটো আলাদা শ্রেণি নির্ণয় করা হয়েছে। যে সংবাদে মোট শান্তি সাংবাদিকতার ফ্রেমের থেকে মোট যুদ্ধ সাংবাদিকতার ফ্রেম একটি বেশি পাওয়া গিয়েছে তাকে শান্তি সাংবাদিকতার প্রতি ঝোঁকসম্পন্ন যুদ্ধ সাংবাদিকতা শ্রেণিতে বিবেচনা করা হয়েছে। আর যে সংবাদে মোট যুদ্ধ সাংবাদিকতার ফ্রেমের থেকে শান্তি সাংবাদিকতার ফ্রেম একটি বেশি পাওয়া গিয়েছে তাকে যুদ্ধ সাংবাদিকতার প্রতি ঝোঁকসম্পন্ন শান্তি সাংবাদিকতা শ্রেণিতে বিবেচনা করা হয়েছে। যে সকল সংবাদের ক্ষেত্রে সমান সংখ্যক যুদ্ধ সাংবাদিকতার ফ্রেম ও শান্তি সাংবাদিকতা ফ্রেম পাওয়া গিয়েছে তাদেরকে ভারসাম্যপূর্ণ সাংবাদিকতা শ্রেণিতে বিবেচনা করা হয়েছে।

৯. সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা

বর্তমান গবেষণাটি পরিচালিত করতে শুধু দুটো অনলাইন পত্রিকাকে বাছাই করা হয়েছে। এর কারণে গবেষণাটির পরিধি সীমিত হয়েছে। আরও অধিক সংখ্যক অনলাইন পত্রিকা নেওয়া হলে গবেষণাটিকে আরও অধিকরূপে সর্বাত্মক করা সম্ভব হতো। আবার গবেষণাটির জন্য সময়কাল বিবেচনা করা হয়েছে এক মাস। এই সময় যদি বৃদ্ধি করা হতো, তবে গবেষণাটি আরও বিস্তৃতভাবে করার সুযোগ পাওয়া যেতো।

১০. ফল উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

মূলত তিনটি বিষয় সামনে রেখে গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে। যেখানে তিনটি গবেষণা প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়েছে। গবেষণা প্রশ্নগুলোর আলোকে প্রাপ্ত ফলগুলো উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এর জন্য শান্তি সাংবাদিকতা মডেলের আলোকে প্রণীত কোডিং ফ্রেম (সারণি-১) ব্যবহার করে সারণিগুলো প্রস্তুত করা হয়েছে।

১০.১ কাশ্মীর ইস্যুতে প্রকাশিত পত্রিকা দুইটির সংবাদগুলোর ফ্রেমিং কেমন ছিল?

গবেষণায় পত্রিকা দুইটিতে কাশ্মীর ইস্যুতে প্রকাশিত সংবাদগুলোর ফ্রেমিং দেখতে আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ফ্রেমিংগুলো অনুসরণ করে একই শ্রেণির বিপরীতধর্মী নির্দেশকদ্বয়ের তুলনামূলক অবস্থান পর্যালোচনা করে প্রাপ্ত ফলাফল বিষয়বস্তু নিরিখে তুলে ধরা হলো-

প্রেক্ষাপট:

সারণি-৪ : সীমিত প্রেক্ষাপট বনাম কারণ ও ফলাফলকেন্দ্রিক

পত্রিকার নাম	সীমিত প্রেক্ষাপট	কারণ ও ফলাফল কেন্দ্রিক	নির্দেশকের অনুপস্থিতি	মোট
বিডিনিউজ২৪.কম	৪৮	৩০	১	৭৯
প্রথম আলো অনলাইন	৬৫	৩১	৪	১০০
মোট	**১১৩**	**৬১**	**৫**	**১৭৯**
	৬৩.১৩%	**৩৪.০৮%**	**২.৭৯%**	**১০০%**

প্রকাশিত সংবাদসমূহের প্রায় ৬৩.১৩% (১১৩টি) সংবাদে 'সীমিত প্রেক্ষাপট'-এর উপস্থাপনা লক্ষ করা গিয়েছে। অন্যদিকে 'কারণ ও ফলকেন্দ্রিক' তথ্যসমৃদ্ধ সংবাদ পাওয়া গিয়েছে প্রায় ৩৪.০৮% (৬১টি)। বেশির ভাগ সংবাদেই দেখা গিয়েছে প্রেক্ষাপট কিংবা ঘটনার পূর্ব-ইতিহাস বর্ণনা না করেই ঘটনার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এতে নিয়মিত পাঠকদের মনে যেমন ঘটনা সম্পর্কে স্পষ্টতার অভাববোধের সুযোগ রয়েছে; ঠিক তেমনিভাবে অনিয়মিত পাঠকরাও সীমিত প্রেক্ষাপটের সংবাদসমূহ থেকে ভুল কোনো ব্যাখ্যা অজান্তেই নিজের মনে তৈরি করে ফেলতে পারে। শান্তি সাংবাদিকতা চর্চার ক্ষেত্রে শুধু সাম্প্রতিক ঘটনার বিবরণই যথেষ্ট নয় বরং ঘটনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও নানা সম্পর্কযুক্ত কারণসমূহের বর্ণনা আবশ্যক।

উদাহরণস্বরূপ: '*কাশ্মীর পরিস্থিতির দায় ব্রিটিশদের : খামেনি*' শিরোনামে ২২ আগস্ট ২০১৯ এ প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত সংবাদটি বিবেচনা করা যায়। সেখানে খামেনির বক্তব্যের আলোকে কাশ্মীর সমস্যার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে আনার প্রয়াস দেখা গিয়েছে। খামেনির উদ্ধৃতির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে – কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতি এবং

এ নিয়ে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যে বিরোধ তার জন্য দায়ী ব্রিটিশরা, সে বিষয়টি। ভারতীয় উপমহাদেশ ছেড়ে যাওয়ার সময় উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কাশ্মীর ইস্যুতে বিদ্বেষ জিইয়ে রেখেছে ব্রিটিশরা। আবার ৬ আগস্ট ২০১৯-এ *'যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন কাশ্মীর'* শিরোনামে বিডিনিউজ২৪.কম-এ প্রকাশিত সংবাদে দেখা যায়, কাশ্মীরে চলমান তৎকালীন সংকটের নানা পূর্ব প্রেক্ষাপট ও কারণ তুলে ধরা হয়েছে। এতে কাশ্মীর পরিস্থিতি নিয়ে সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়।

দ্বন্দ্বের প্রভাবঃ

সারণি-৫ : দ্বন্দ্বের দৃশ্যমান প্রভাব বনাম দ্বন্দ্বের অদৃশ্য প্রভাব

পত্রিকার নাম	দ্বন্দ্বের দৃশ্যমান প্রভাব	দ্বন্দ্বের অদৃশ্য প্রভাব	নির্দেশকের অনুপস্থিতি	উভয় ধরনের নির্দেশক	মোট
বিডিনিউজ২৪.কম	৩১	৯	৬	৩৩	৭৯
প্রথম আলো অনলাইন	৪৮	১	১৫	৩৬	১০০
মোট	**৭৯**	**১০**	**২১**	**৬৯**	**১৭৯**
	৪৪.১৩%	**৫.৫৯%**	**১১.৭৩%**	**৩৮.৫৫%**	**১০০ %**

সারণি-৫ থেকে দেখা যায়, প্রকাশিত সংবাদসমূহের প্রায় ৪৪.১৩% (৭৯টি) সংবাদে 'দ্বন্দ্বের দৃশ্যমান প্রভাব'-এর বিবরণ পাওয়া গিয়েছে। আবার 'দ্বন্দ্বের অদৃশ্য প্রভাব' ও 'উভয় ধরনের নির্দেশক'-এর উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে যথাক্রমে ৫.৫৯% ও ৩৮.৫৫% সংবাদে। শান্তি সাংবাদিকতায় আহত-নিহত কিংবা ক্ষয়ক্ষতির দৃশ্যমান বিবরণ অপেক্ষা সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা সংশ্লিষ্ট জনগণের মানসিক অবস্থার ওপরে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়। কিন্তু নির্বাচিত সংবাদগুলোর ক্ষেত্রে এমন চর্চার পরিমাণ খুব বেশি পাওয়া যায়নি।

পত্রিকা দুইটিতে দেখা গেছে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দ্বন্দ্বের দৃশ্যমান ক্ষতি নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। পাশাপাশি কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই সংবাদে ক্ষয়ক্ষতির দৃশ্যমান ও অদৃশ্য উভয় প্রভাব নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। যেমন: ৮ আগস্ট ২০১৯ এ বিডিনিউজ২৪.কম এর 'কাশ্মীর: ৩০০ রাজনীতিক আটক, ভারতের ওপর চাপ বাড়ছে' সংবাদের উপস্থাপনায় দেখা যায়, গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের সংখ্যা, পাথরের আঘাতে আহতের সংখ্যা কিংবা স্কুল/অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার মতো দৃশ্যমান প্রভাবগুলোই মুখ্য হয়ে উঠেছে। আবার একই দিনে প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত 'শরীর কেটে দুই টুকরা করার অনুভূতি কাশ্মীরি জনগণের' সংবাদে কাশ্মীরিদের মানসিক অবস্থার ওপর দ্বন্দ্বের অদৃশ্য প্রভাবের চিত্র উঠে এসেছে জম্মু-কাশ্মীরের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লাহর বক্তব্যে।

বৈসাদৃশ্য-সমঝোতা:

সারণি-৬ : বৈসাদৃশ্যকেন্দ্রিক বনাম সমঝোতাকেন্দ্রিক

পত্রিকার নাম	বৈসাদৃশ্যকেন্দ্রিক	সমঝোতাকেন্দ্রিক	নির্দেশকের অনুপস্থিতি	উভয় ধরনের নির্দেশক	মোট
বিডিনিউজ২৪.কম	৫৪	১৩	১০	২	৭৯
প্রথম আলো অনলাইন	৬৫	১১	২৪	০	১০০
মোট	**১১৯**	**২৪**	**৩৪**	**২**	**১৭৯**
	৬৬.৪৮%	**১৩.৪১%**	**১৮.৯৯%**	**১.১২%**	**১০০%**

প্রকাশিত সংবাদসমূহের প্রায় ৬৬.৪৮% (১১৯টি) সংবাদে 'বৈসাদৃশ্যকেন্দ্রিক' উপস্থাপনা লক্ষ করা গিয়েছে। অন্যদিকে 'সমঝোতাকেন্দ্রিক' সংবাদ পাওয়া গিয়েছে মাত্র ১৩.৪১% (২৪টি)। ফলে এটা স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, দুইটি গণমাধ্যমই ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত

পক্ষগুলোর মধ্যে সমঝোতাকেন্দ্রিক বিষয়গুলো না এনে বরং বৈসাদৃশ্যকেন্দ্রিক বিবরণ বেশি তুলে ধরেছে, যা যুদ্ধ সাংবাদিকতা চর্চার অন্যতম কৌশল।

তবে অনেক ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও দেখা গেছে। যেমন: প্রথম আলো অনলাইনে ৯ আগস্ট প্রকাশিত *'কাশ্মীর নিয়ে ''সর্বোচ্চ সংযম'' দেখান: গুতেরেস'* এবং ২১ আগস্ট প্রকাশিত 'কাশ্মীর ইস্যুতে এবার মধ্যস্থতার প্রস্তাব দিলেন ট্রাম্প' প্রতিবেদন দুইটির উপস্থাপনায় দেখা যায়, দ্বন্দ্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের মাঝে সমঝোতা তৈরির উদ্যোগের কথা তুলে ধরা হয়েছে। এতে শান্তি সাংবাদিকতার ধারণার প্রতিফলন দেখা যায়।

বিভাজন:

সারণি-৭ : ভালো/মন্দ পক্ষ যাচাই প্রবণতা বনাম বিভাজনমুখীনতা বিরোধী

পত্রিকার নাম	ভালো/মন্দ পক্ষ যাচাই প্রবণতা	বিভাজনমুখীনতা বিরোধী	নির্দেশকের অনুপস্থিতি	মোট
বিডিনিউজ২৪.কম	৪৭	১০	২২	৭৯
প্রথম আলো অনলাইন	৪৯	১৫	৩৬	১০০
মোট	**৯৬**	**২৫**	**৫৮**	**১৭৯**
	৫৩.৬৩%	**১৩.৯৭%**	**৩২.৪০%**	**১০০%**

সারণি-৭ এর আলোকে বলা যায়, সংবাদসমূহের শতকরা ৫৩.৬৩ ভাগ সংবাদেই 'ভালো/মন্দ যাচাই প্রবণতা' লক্ষ করা গিয়েছে। অন্যদিকে 'বিভাজনমুখীনতা বিরোধী' সংবাদ পাওয়া গিয়েছে মাত্র ২৫টি (১৩.৯৭%)। এখানেও যুদ্ধ সাংবাদিকতার নির্দেশকের অধিক উপস্থিতি পত্রিকা দুইটির যুদ্ধ সাংবাদিকতা চর্চার দিকে ইঙ্গিত বহন করে।

প্রথম আলো অনলাইনে গত ৫ আগস্ট ২০১৯ তারিখে 'দ্বিখণ্ডিত জম্মু-কাশ্মীর আর রাজ্য নয়' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে ব্যবহৃত শব্দ ও বাক্যাংশের মাধ্যমে ভালো-মন্দ বিভাজন স্পষ্টতই ফুটে উঠেছে। যেমন: 'জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যকে দুই টুকরোও করে দেওয়া হলো।', 'জম্মু-কাশ্মীরের পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদাও কেড়ে নেওয়া হলো।' একই সংবাদে জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিল প্রসঙ্গে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতা গুলাম নবী

আজাদের উদ্ধৃতিতে বলা হয় - 'এর পরিণাম ভালো হতে পারে না।' এবং জম্মু-কাশ্মীরের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি উদ্ধৃতিতে বলা হয় - 'রাজ্যের বিশেষ মর্যাদা নষ্ট করে দেওয়া হলে তা দেশের পক্ষে অমঙ্গলজনক হবে।' এ ধরনের উপস্থাপনা যুদ্ধ সাংবাদিকতা চর্চার নির্দেশক।

দ্বিপক্ষ-বহুপক্ষ:

সারণি-৮ : দ্বিপাক্ষিককেন্দ্রিক বনাম বহুপক্ষীয়কেন্দ্রিক

পত্রিকার নাম	**দ্বিপাক্ষিককেন্দ্রিক**	**বহুপক্ষীয়কেন্দ্রিক**	**নির্দেশকের অনুপস্থিতি**	**মোট**
বিডিনিউজ২৪.কম	৪১	৩২	৬	৭৯
প্রথম আলো অনলাইন	৫৪	৩৪	১২	১০০
মোট	**৯৫**	**৬৬**	**১৮**	**১৭৯**
	৫৩.০৭%	**৩৬.৮৭%**	**১০.০৬%**	**১০০%**

এখানে প্রকাশিত সংবাদসমূহের শতকরা ৫৩.০৭ ভাগ সংবাদে দেখা গিয়েছে শুধু দুটো পক্ষকে উপস্থাপন করা হয়েছে; কিন্তু সম্পর্কযুক্ত অন্যপক্ষগুলোকে সামনে আনা হয়নি। তবে পত্রিকা দুইটিতে 'বহুপক্ষীয়কেন্দ্রিক' সংবাদের উপস্থিতিও এক্ষেত্রে কম ছিল না, প্রায় ৩৬.৮৭%; যা শান্তি সাংবাদিকতা চর্চার প্রবণতা নির্দেশ করে।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে দ্বন্দ্বের বিবরণে শুধু ভারত বনাম পাকিস্তান কিংবা ভারত বনাম কাশ্মীরি জনগণ – এমন দ্বিপক্ষীয়কেন্দ্রিক উপস্থাপনা ফুটে উঠেছে। তবে ৬ আগস্ট ২০১৯ তারিখে *বিডিনিউজ২৪.কম*-এ প্রকাশিত 'যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন কাশ্মীর' সংবাদে কাশ্মীরবাসী আর ভারত সরকারের মধ্যে ঘটনার বিবরণ সীমাবদ্ধ না রেখে কাশ্মীরিদের আত্মীয়-স্বজন কিংবা কাশ্মীরে আসা পর্যটক ও তীর্থযাত্রী, এমনকি পাকিস্তানের প্রসঙ্গও আনা হয়েছে। এভাবে এখানে ঘটনার উপস্থাপনা দুইটি পক্ষে সীমাবদ্ধ না রেখে, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন

পক্ষকে যুক্ত করা হয়েছে। ৯ আগস্ট প্রকাশিত প্রথম আলো অনলাইনের 'অবরুদ্ধ অবস্থায় কাশ্মীরে জুমার নামাজ আদায়' প্রতিবেদনেও দেখা ভারত সরকার ও পাকিস্তান সরকারের মাঝে দ্বন্দ্বের বিবরণ সীমাবদ্ধ না রেখে বিভিন্ন স্তরের কাশ্মীরি জনগণের কথা তুলে ধরা হয়েছে। এতে বহুপক্ষীয়কেন্দ্রিক প্রতিবেদন প্রকাশের চর্চা দেখা গেছে।

সত্য উপস্থাপন:

সারণি-৯ : প্রচারণাকেন্দ্রিক বনাম সত্যকেন্দ্রিকতা

পত্রিকার নাম	**প্রচারণাকেন্দ্রিক**	**সত্যকেন্দ্রিকতা**	**নির্দেশকের অনুপস্থিতি**	**মোট**
বিডিনিউজ২৪.কম	৪৮	২৪	৭	৭৯
প্রথম আলো অনলাইন	৫৯	২৯	১২	১০০
মোট	**১০৭**	**৫৩**	**১৯**	**১৭৯**
	৫৯.৭৮%	**২৯.৬১%**	**১০.৬১%**	**১০০%**

সারণি-৯ থেকে বোঝা যায়, প্রকাশিত সংবাদসমূহের প্রায় ৫৯.৭৮% (১০৭টি) সংবাদ ছিল 'প্রচারণাকেন্দ্রিক'। অর্থাৎ কি না সেখানে একটি পক্ষের কথা ব্যাপকভাবে উঠে এলেও অন্যপক্ষগুলোর কথা এক রকম লুকায়িতই থাকছে। সকল পক্ষের সত্যই উদ্‌ঘাটিত হয় এমন তথ্যসমৃদ্ধ সংবাদ পাওয়া গিয়েছে মাত্র ২৯.৬১%; যা এর বিপরীত নির্দেশকের অর্ধেকেরও কম।

পত্রিকা দুইটির বেশির ভাগ সংবাদই ছিল প্রচারণাকেন্দ্রিক; যেখানে বিভিন্ন সরকারি সূত্র বা সরকারি বিবৃতির আলোকে প্রতিবেদন প্রকাশ করার প্রবণতা দেখা গিয়েছে। যেমন: বিডিনিউজ২৪.কম-এর ৮ আগস্টের 'বিশ্বকে উদ্বেগজনক একটি চিত্র দেওয়াই পাকিস্তানের উদ্দেশ্য: ভারত' প্রতিবেদনে দেখা যায় প্রতিবেদনের পুরো বিষয়বস্তুই ছিল ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতি। একই রকমের প্রচারণাকেন্দ্রিক উপস্থাপনা দেখা গেছে প্রথম আলো

অনলাইনে ৭ আগস্ট প্রকাশিত 'কাশ্মীর ও ভারতের মধ্যকার দেয়াল এখন দূর হবে: অমিত শাহ' প্রতিবেদনটিতেও। সেখানে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বক্তব্যের আলোকেই পুরো প্রতিবেদনটি দাঁড় করানো হয়েছে। সকল পক্ষের সত্য উদ্‌ঘাটিত হয় এমন প্রতিবেদন কমই পাওয়া গেছে। এক্ষেত্রেও শান্তি সাংবাদিকতার চর্চার হার কম প্রতীয়মান হয়।

ক্ষমতা:

সারণি-১০ : ক্ষমতাধর শ্রেণিকেন্দ্রিক বনাম জনগণকেন্দ্রিকতা

পত্রিকার নাম	**ক্ষমতাধর শ্রেণিকেন্দ্রিক**	**জনগণকেন্দ্রিকতা**	**উভয় ধরনের নির্দেশক**	**নির্দেশকের অনুপস্থিতি**	**মোট**
বিডিনিউজ২৪.কম	৫০	১২	১১	৬	৭৯
প্রথম আলো অনলাইন	৫৬	১৫	১৭	১২	১০০
মোট	**১০৬**	**২৭**	**২৮**	**১৮**	**১৭৯**
	৫৯.২২%	**১৫.০৮%**	**১৫.৬৪%**	**১০.০৬%**	**১০০%**

ওপরের উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়, বর্তমান গবেষণার প্রায় ৫৯.২২% (১০৬টি) সংবাদই ছিল 'ক্ষমতাধর শ্রেণিকেন্দ্রিক'। অর্থাৎ সেখানে শুধু ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা মানুষগুলোর কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। তাদের বক্তব্য বা মতামতকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সকল স্তরের মানুষের কথা তুলে আনার প্রয়াস এখানে খুব সংবাদের ক্ষেত্রেই পাওয়া গিয়েছে। এক্ষেত্রেও গণমাধ্যম দুইটি যুদ্ধ সাংবাদিকতার চর্চা অধিক হারে করেছে।

বিডিনিউজ২৪.কম-এ ২০১৯ সালের আগস্টের ৫ তারিখে প্রকাশিত 'কাশ্মীরে গ্রেপ্তার দুই সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ওমর ও মেহবুবা' ও ৬ তারিখে প্রকাশিত 'ওমর-মেহবুবা জঙ্গি নন, তাদের মুক্তি দিন: মমতা' সংবাদ দুইটি পর্যালোচনা করে দেখা যায় সাধারণ মানুষের দুর্দশা বা দুর্ভোগ অপেক্ষা ক্ষমতাশালীদের কথা মুখ্য হয়ে উঠেছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন সংবাদের

শিরোনাম ও বিষয়বস্তু হয়েছে ভারত কিংবা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী এবং তাদের মতো ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা মানুষেরাও বা তাদের বক্তব্য/উক্তি। ফলে সাধারণ জনগণের বক্তব্য তুলে আনার প্রয়াস কমই ছিল এ সময়ে।

তবে এর ব্যতিক্রমও পাওয়া গিয়েছে বেশকিছু সংবাদে। যেমন: ১৭ আগস্ট ২০১৯ তারিখে *বিডিনিউজ২৪.কম*-এ প্রকাশিত 'অবরুদ্ধ কাশ্মীরে একটি জন্ম, একটি মৃত্যু গাথা' সংবাদে জম্মু-কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের পরিস্থিতির বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে তাদের নিজেদের বক্তব্যের মাধ্যমে। একদম সাধারণ কাশ্মীরিরা কেমনতর সংকটের মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করছেন তাদের বর্ণনায় তা ফুটে উঠেছে সেই প্রতিবেদনে। একইভাবে *প্রথম আলো* অনলাইনের ৮ আগস্ট ২০১৯ এর 'জনগণ নয়, কাশ্মীরের জমিন চায় ভারত' শীর্ষক প্রতিবেদনেও দেখা যায় কাশ্মীরিদের বক্তব্যের মাধ্যমে পরিস্থিতি তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়েছে। সেখানে শ্রীনগরের সারাইবাল এলাকার বাসিন্দা ইমতিয়াজ উনওয়ানির বক্তব্য অনুযায়ী কাশ্মীর যেন রাজনীতির আবরণে ঢাকা একটি আগ্নেয়গিরিতে পরিণত হয়েছে। শান্তি সাংবাদিকতায় সকল স্তরের মানুষের বক্তব্য তুলে ধরার যে কথা বলা হয়, তা এই সংবাদ দুইটির মাধ্যমে তা অনেকটাই প্রতিফলিত হয়েছে।

জয়-পরাজয়:

সারণি-১১ : জয়মুখীনতা বনাম সমাধানমুখীনতা

পত্রিকার নাম	**জয়মুখীনতা**	**সমাধানমুখীনতা**	**নির্দেশকের অনুপস্থিতি**	**মোট**
বিডিনিউজ২৪.কম	৪৬	৯	২৪	৭৯
প্রথম আলো অনলাইন	৩৮	১৭	৪৫	১০০
মোট	**৮৪**	**২৬**	**৬৯**	**১৭৯**
	৪৬.৯৩%	**১৪.৫৩%**	**৩৮.৫৫%**	**১০০%**

এখানে প্রকাশিত সংবাদসমূহের শতকরা ৪৬.৯৩ ভাগ সংবাদই এমন ছিল যেখানে জয়-পরাজয় কিংবা লাভ-লোকসানের ওপরেই বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। অন্যদিকে 'সমাধানমুখীনতা' নির্দেশকসমৃদ্ধ সংবাদ পাওয়া গিয়েছে মাত্র ২৬টি (১৪.৫৩%)। গণমাধ্যম দুইটি সমাধানের পথ খোঁজা তথা সমঝোতা/সম্পর্ক পুনর্নির্মাণের চেয়ে কোন পক্ষ কী পাচ্ছে, কী হারাচ্ছে এসব নিয়েই আলোচনা করেছে। এক্ষেত্রে অবশ্য প্রথম আলো অনলাইন অপেক্ষা *বিডিনিউজ২৪.কম* এ প্রবণতা বেশি দেখিয়েছে।

আবার, *প্রথম আলো* অনলাইনে ২০১৯ সালের ৯ আগস্ট 'কাশ্মীর নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি বদলাবে না' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র মরগ্যান ওরটেগাসের উদ্ধৃতিতে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্র চায় কাশ্মীর ইস্যুতে দুই দেশ আলোচনায় বসুক। সকল পক্ষকে শান্ত ও সংযত থাকার আহ্বান জানানোর কথাও জানিয়েছে তিনি। কাশ্মীরে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকুক এমন প্রত্যাশা যুক্তরাষ্ট্রের। এমনকি কাশ্মীরসহ উদ্বেগের অন্যান্য ইস্যুতেও ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংলাপ হোক যুক্তরাষ্ট্রের এমন মনোভাবের কথাও ফুটে উঠেছে সংবাদটিতে। এসব বক্তব্য তুলে ধরার মাধ্যমে এক ধরনের সমাধানমুখীনতার পথ দেখানো হয়েছে। এমন প্রবণতা শান্তি সাংবাদিকতা চর্চার জন্য অত্যন্ত উপযোগী।

ভুক্তভোগীপ্রবণ ভাষা:

সারণি-১২ : ভুক্তভোগীপ্রবণ ভাষার ব্যবহার বনাম ভুক্তভোগীপ্রবণ ভাষা এড়ানো

পত্রিকার নাম	**ভুক্তভোগীপ্রবণ ভাষার ব্যবহার**	**ভুক্তভোগীপ্রবণ ভাষা এড়ানো**	**নির্দেশকের অনুপস্থিতি**	**মোট**
বিডিনিউজ২৪.কম	৩৩	৩২	১৪	৭৯
প্রথম আলো অনলাইন	৩৯	৪০	২১	১০০
মোট	**৭২**	**৭২**	**৩৫**	**১৭৯**
	৪০.২২%	**৪০.২২%**	**১৯.৫৫%**	**১০০%**

উপাত্ত বিশ্লেষণে প্রকাশিত সংবাদসমূহের প্রায় ৪০.২২% (৭২টি) সংবাদে 'ভুক্তভোগীপ্রবণ ভাষার ব্যবহার'-এর উপস্থাপন লক্ষ করা গিয়েছে। কাশ্মীরের জনগণের অবস্থা এবং কাশ্মীরের সার্বিক পরিস্থিতির বিবরণ দেওয়ার সময় পত্রিকা দুইটি ভুক্তভোগীপ্রবণ শব্দ ও বাক্যাংশের ব্যবহার করেছে। ভুক্তভোগীপ্রবণ ভাষার ব্যবহার দেখা গিয়েছে এমন ৩৯টি সংবাদ পাওয়া গিয়েছে *প্রথম আলো* অনলাইনে। এর মধ্যে রয়েছে ৫ আগস্ট ২০১৯ তারিখে প্রকাশিত 'খাঁচায় বন্দী কাশ্মীর' কলামটি। এখানে ব্যবহৃত কিছু বাক্যাংশ ছিল এমন – 'উত্তেজনায় টগবগ করা আসামের পাশাপাশি এবার আগুনের হলকা ছড়াল কাশ্মীরে।', 'সমগ্র কাশ্মীরে থমথমে অবস্থা এবং রাস্তাঘাট পুরোদস্তুর ফাঁকা। রাস্তার মোড়ে মোড়ে সামরিক বাহিনী ব্যারিকেড বসিয়ে রেখেছে। গত দুই সপ্তাহের আতঙ্কে সমগ্র ভ্যালিজুড়ে অর্থনৈতিক কার্যক্রম থমকে গেছে। নাজুক অবস্থায় রয়েছে বাজারব্যবস্থা। কেউ জানে না এই জঘন্য অবস্থার শেষ কোথায়।' আলতাফ পারভেজের সেই কলামে আরও বলা হয়েছে, 'ভারতে এ মুহূর্তে যে আটটি প্রদেশে হিন্দুরা সংখ্যালঘু, তার একটি জম্মু ও কাশ্মীর। প্রদেশের জম্মুতে হিন্দু রয়েছে ৬৩ ভাগ, লাদাখে ১২ এবং কাশ্মীরে ২ ভাগ। গড়ে পুরো রাজ্যে ৩৬ ভাগ। বিজেপি এই অবস্থারই পরিবর্তন ঘটাতে চায় ৩৫-ক পাল্টে।' সংবাদে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দ ও বাক্যাংশের মাধ্যমে ভুক্তভোগীপ্রবণ চিত্র প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে।

এ ছাড়াও ৭ আগস্ট ২০১৯ তারিখে *প্রথম আলো* অনলাইনে 'কাশ্মীর সংকটে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দায় ও মধ্যস্থতা' শিরোনামে প্রকাশিত ইমাদ জাফরের মতামতধর্মী প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'কাশ্মীরিরা সরকারের এই পদক্ষেপকে তাদের জনমিতির ওপর আঘাত হিসেবে দেখছে। তাদের আশঙ্কা, যদি কাশ্মীরে অ-কাশ্মীরিদের আসতে এবং ব্যবসা করার অনুমতি দেওয়া হয়, তবে শিগগিরই এটি মুসলিম সংখ্যালঘু অঞ্চলে পরিণত হবে।' প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে 'সাম্প্রতিক দিনগুলোতে আধা সামরিক বাহিনীর নির্মম আচরণের ফলে কাশ্মীরের যুবকদের মধ্যে ভারতবিরোধী মনোভাব আরও তীব্র হয়েছে।' এসব বক্তব্যের মাধ্যমেও ভুক্তভোগীপ্রবণ চিত্র দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

তীব্রতর ভাষা:

সারণি-১৩ : তীব্রতর ভাষার ব্যবহার বনাম তীব্রতর ভাষা এড়ানো

পত্রিকার নাম	তীব্রতর	তীব্রতর ভাষা	নির্দেশকের	মোট

	ভাষার ব্যবহার	এড়ানো	অনুপস্থিতি	
বিডিনিউজ২৪.কম	৩৪	৩৫	১০	৭৯
প্রথম আলো অনলাইন	৪২	৪৪	১৪	১০০
মোট	**৭৬**	**৭৯**	**২৪**	**১৭৯**
	৪২.৪৬%	**৪৪.১৩%**	**১৩.৪১%**	**১০০%**

সারণি-১৩ এর আলোকে বোঝা যায়, প্রকাশিত সংবাদসমূহের শতকরা ৪২.৪৬ সংবাদে 'তীব্রতর ভাষার ব্যবহার' লক্ষ করা গিয়েছে। কাশ্মীর পরিস্থিতির বিবরণ এবং এ ইস্যুতে ভারত ও পাকিস্তানের সরকারপক্ষীয় ও অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের বক্তব্য তুলে ধরার সময় পত্রিকা দুইটি তীব্রতর শব্দ ও বাক্যাংশের ব্যবহার করেছে। গত ৫ আগস্ট ২০১৯ তারিখে 'দ্বিখণ্ডিত জম্মু-কাশ্মীর আর রাজ্য নয়' শিরোনামে *প্রথম আলো* অনলাইনে প্রকাশিত সংবাদে দেখা যায় বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের বক্তব্য উপস্থাপনে তীব্রতর শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। কংগ্রেস নেতা পি চিদাম্বরমের বক্তব্য ছিল – 'সরকার যা করেছে, তা দেশ ও গণতন্ত্রের পক্ষে চরম বিপজ্জনক। এই সিদ্ধান্ত দেশকে টুকরো টুকরো করে দেওয়ার প্রথম পদক্ষেপ। ইচ্ছে করলেই সরকার এখন যেকোনো রাজ্যকে তার ইচ্ছেমতো ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিতে পারে। দেশের পক্ষে এটা প্রকৃত কালো দিন।'

আবেগীয় ভাষা:

সারণি-১৪ : আবেগীয় ভাষার ব্যবহার বনাম আবেগীয় ভাষা এড়ানো

পত্রিকার নাম	আবেগীয় ভাষার ব্যবহার	আবেগীয় ভাষা এড়ানো	নির্দেশকের অনুপস্থিতি	মোট
বিডিনিউজ২৪.কম	১৮	৩০	৩১	৭৯
প্রথম আলো	২১	৩৭	৪২	১০০

অনলাইন				
মোট	**৩৯**	**৬৭**	**৭৩**	**১৭৯**
	২১.৭৯%	**৩৭.৪৩%**	**৪০.৭৮%**	**১০০%**

পত্রিকা দুইটিতে প্রকাশিত সংবাদসমূহের মাত্র ২১.৭৯% (২৮টি) সংবাদে 'আবেগীয় ভাষার ব্যবহার' লক্ষ করা গিয়েছে। কাশ্মীরের জনগণের বিচ্ছিন্ন অবস্থা, সার্বিক আইনি ব্যবস্থার বিবরণ দেওয়ার সময় পত্রিকা দুইটি আবেগীয় শব্দ ও বাক্যাংশের ব্যবহার করেছে। তবে এ প্রবণতা 'আবেগীয় ভাষা এড়ানো'-এর প্রবণতা অপেক্ষা অনেক কম। এক্ষেত্রে যুদ্ধ সাংবাদিকতার নির্দেশক অপেক্ষা শান্তি সাংবাদিকতার নির্দেশকের উপস্থিতি ছিল অধিক।

২৫ আগস্ট ২০১৯ এ *প্রথম আলো* অনলাইনে প্রকাশিত 'কাশ্মীরে মোদির আচরণ ''বর্বরোচিত'', বললেন আফ্রিদি' সংবাদে বেশকিছু আবেগীয় শব্দ ও বাক্যাংশের ব্যবহার দেখা গেছে। যেমন: 'বর্বরোচিত আচরণ', 'সহিংসতা', 'নির্মমতা', 'অমানবিকতা', 'দুর্ভোগের ভাগীদার' ইত্যাদি। আবার *বিডিনিউজ২৪.কম*-এও আবেগীয় শব্দের ব্যবহার দেখা গেছে। যেমন: ৯ আগস্ট ২০১৯ তারিখে প্রকাশিত *'কাশ্মীর যেন এক মৃত্যুপুরী'* সংবাদের শিরোনামে মত্যুপুরীর মতো একটি তীব্র আবেগীয় শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। এসব শব্দের ব্যবহার যুদ্ধ সাংবাদিকতার প্রবণতা নির্দেশ করে।

১০.২ *বিডিনিউজ২৪.কম* ও *প্রথম আলো* অনলাইন পত্রিকা দুইটি কোন ধরনের সাংবাদিকতা বেশি অনুসরণ করেছে?

সারণি-১৫ : যুদ্ধ সাংবাদিকতা ও শান্তি সাংবাদিকতার গুণসম্পন্ন সংবাদের অনুপাত (শতকরা)

পত্রিকার নাম	যুদ্ধ সাংবাদিকতা	শান্তি সাংবাদিকতা	শান্তি সাংবাদিকতার প্রতি ঝোঁকসম্পন্ন যুদ্ধ	যুদ্ধ সাংবাদিকতার প্রতি ঝোঁকসম্পন্ন শান্তি সাংবাদিকতা	ভারসাম্যপূর্ণ সাংবাদিকতা	মোট

			সাংবাদিকতা			
বিডিনিউজ২৪.কম	৪৮ (৬০.৭৬%)	১৩ (১৬.৪৬%)	৮ (১০.১৩%)	৪ (৫.০৬%)	৬ (৭.৫৯%)	৭৯ (১০০%)
প্রথম আলো অনলাইন	৫৯ (৫৯%)	১৯ (১৯%)	৮ (৮%)	৫ (৫%)	৯ (৯%)	১০০ (১০০%)
মোট	**১০৭ (৫৯.৭৮%)**	**৩২ (১৭.৮৮%)**	**১৬ (৮.৯৪%)**	**৯ (৫.০৩%)**	**১৫ (৮.৩৮%)**	**১৭৯ (১০০%)**

সারণি-১৫ থেকে বোঝা যায়, বাংলাদেশি অনলাইন গণমাধ্যমসমূহে যুদ্ধ সাংবাদিকতা চর্চার হার অনেক বেশি। কাশ্মীর ইস্যুতে যেখানে যুদ্ধ সাংবাদিকতা এবং শান্তি সাংবাদিকতার প্রতি ঝোঁকসম্পন্ন যুদ্ধ সাংবাদিকতার শতকরা হার যথাক্রমে ৫৯.৭৮ এবং ৮.৯৪; সেখানে শান্তি সাংবাদিকতা এবং যুদ্ধ সাংবাদিকতার প্রতি ঝোঁকসম্পন্ন শান্তি সাংবাদিকতার শতকরা হার মাত্র ১৭.৮৮ এবং ৫.০৩। গবেষণার জন্য নির্বাচিত দুইটি গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে শান্তি সাংবাদিকতার থেকে অনেক বেশি হারে যুদ্ধ সাংবাদিকতার চর্চার প্রবণতা দেখা গিয়েছে। এর মধ্যে বিডিনিউজ২৪.কম প্রথম আলো অনলাইন কিছুটা অধিক হারে যুদ্ধ সাংবাদিকতাধর্মী সংবাদ প্রকাশ করেছে।

১০.৩ প্রকাশিত সংবাদগুলো শান্তি সাংবাদিকতা মডেল কতটা অনুসরণ করেছে?

নমুনায়নের মাধ্যমে নির্বাচিত ১৭৯টি সংবাদে পাওয়া যুদ্ধ সাংবাদিকতা ও শান্তি সাংবাদিকতার ফ্রেম সংখ্যার আলোকে সারণি-১৬ প্রস্তুত করা হয়েছে।

সারণি-১৬ : যুদ্ধ সাংবাদিকতা ও শান্তি সাংবাদিকতা নির্দেশকের অনুপাত (শতকরা)

	গণসংখ্যা		
	বিডিনিউজ২৪.কম	**প্রথম আলো অনলাইন**	**মোট**
যুদ্ধ সাংবাদিকতার নির্দেশক	৪৯৬	৫৮৯	১০৮৫ (৬৪.০৫%)
শান্তি	২৮২	৩২৭	৬০৯

সাংবাদিকতার নির্দেশক			(৩৫.৯৫%)
মোট	**৭৭৮**	**৯১৬**	**১৬৯৪ (১০০%)**

ওপরের সারণি-১৬ এর আলোকে বোঝা যায় প্রাপ্ত মোট ফ্রেম সংখ্যার শতকরা ৬৪.০৫ ভাগই হচ্ছে যুদ্ধ সাংবাদিকতার। আর অন্যদিকে শান্তি সাংবাদিকতার ফ্রেম মাত্র ৩৫.৯৫%। প্রাপ্ত ফলগুলো থেকে গণসংখ্যার আলোকে যুদ্ধ সাংবাদিকতা ও শান্তি সাংবাদিকতার নির্দেশকগুলোকে আলাদাভাবে সাজিয়ে আরও দুইটি সারণি (সারণি-১৭ ও সারণি-১৮) পাওয়া যায়।

সারণি-১৭ : যুদ্ধ সাংবাদিকতার নির্দেশকসমূহের হার

নির্দেশক	**গণসংখ্যা**	**শতকরা (%)**
দ্বন্দ্বের দৃশ্যমান প্রভাব	১৪৮	১৩.৬৪
ক্ষমতাধর শ্রেণিকেন্দ্রিক	১৩৪	১২.৩৫
বৈসাদৃশ্যকেন্দ্রিক	১২১	১১.১৫
সীমিত প্রেক্ষাপট	১১৩	১০.৪১
প্রচারণাকেন্দ্রিক	১০৭	৯.৮৬
ভালো/মন্দ পক্ষ যাচাই প্রবণতা	৯৬	৮.৮৫
দ্বিপাক্ষিককেন্দ্রিক	৯৫	৮.৭৬
জয়মুখীনতা	৮৪	৭.৭৪
তীব্রতর ভাষার ব্যবহার	৭৬	৭.০১
ভুক্তভোগীপ্রবণ ভাষার ব্যবহার	৭২	৬.৬৪
আবেগীয় ভাষার ব্যবহার	৩৯	৩.৫৯
মোট	**১০৮৫**	১০০

সারণি-১৭ থেকে দেখা যায়, যুদ্ধ সাংবাদিকতার নির্দেশকসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাওয়া গিয়েছে 'দ্বন্দ্বের দৃশ্যমান প্রভাব', ১৩.৬৪% এবং সবচেয়ে কম পাওয়া গিয়েছে 'আবেগীয় ভাষার ব্যবহার', মাত্র ৩.৫৯%।

সারণি-১৮ : শান্তি সাংবাদিকতার নির্দেশকসমূহের হার

নির্দেশক	**গণসংখ্যা**	**শতকরা (%)**
দ্বন্দ্বের অদৃশ্য প্রভাব	৭৯	১২.৯৭
তীব্রতর ভাষা এড়ানো	৭৯	১২.৯৭
ভুক্তভোগীপ্রবণ ভাষা এড়ানো	৭২	১১.৮২
আবেগীয় ভাষা এড়ানো	৬৭	১১
বহুপক্ষীয়কেন্দ্রিক	৬৬	১০.৮৪
কারণ ও ফলকেন্দ্রিক	৬১	১০.০২
জনগণকেন্দ্রিকতা	৫৫	৯.০৩
সত্যকেন্দ্রিকতা	৫৩	৮.৭
সমঝোতাকেন্দ্রিক	২৬	৪.২৭
সমাধানমুখীনতা	২৬	৪.২৭
বিভাজনমুখীনতা বিরোধী	২৫	৪.১১
মোট	**৬০৯**	১০০

সারণি-১৮ থেকে দেখা যায়, শান্তি সাংবাদিকতার নির্দেশকসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাওয়া গিয়েছে 'দ্বন্দ্বের অদৃশ্য প্রভাব' ও 'তীব্রতর ভাষা এড়ানো', ১২.৯৭% করে এবং সবচেয়ে কম পাওয়া গিয়েছে 'বিভাজনমুখীনতা বিরোধী', মাত্র ৪.১১%।

১১. উপসংহার ও সুপারিশমালা

গবেষণার সার্বিক ফল বিবেচনা করে দেখা যায়, বাংলাদেশের অনলাইন গণমাধ্যম সংঘাত বা দ্বন্দ্বের উপস্থাপনায় এখনো সনাতনী ধারার যুদ্ধ সাংবাদিকতার ওপরেই নির্ভর করে রয়েছে। শান্তি সাংবাদিকতার চর্চা এখনো খুব বেশি মাত্রায় লক্ষ করা যায়নি। দুই-একটি বিষয় বাদে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা গেছে পত্রিকা দুইটি অনেক বেশি মাত্রায় যুদ্ধ সাংবাদিকতার চর্চা করছে। কিন্তু যুদ্ধ সাংবাদিকতার পরিধি যেমন সীমিত, তেমনি সেখানে সমস্যা টিকিয়ে রাখা তথা সমস্যাকে আরও বেশি মাত্রায় রূপ দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়।

শান্তি প্রতিষ্ঠায় গণমাধ্যম অবশ্যই বড় ভূমিকা রাখতে পারে। শান্তি সাংবাদিকতা মডেলের আলোকে পত্রিকাদুটির সংবাদ বিবরণীতে তথ্যের উপস্থাপনা ও সামগ্রিক পরিবেশনা বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায়–

১. সংঘাতের কারণসমূহের সীমিত প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে,

২. সংঘাত বা দ্বন্দ্বের দৃশ্যমান বিষয়গুলোতে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে;

৩. সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মাঝে বিভাজন সৃষ্টির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে;

৪. সকল স্তরের-সকল পক্ষের মানুষের বক্তব্য না তুলে এনে শুধু ক্ষমতাশালীদের বক্তব্যে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে;

৫. সকল পক্ষের সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য চেষ্টা তেমন লক্ষ করা যায়নি;

৬. সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মাঝে সমঝোতা তৈরির প্রয়াস না চালিয়ে জয়-পরাজয় কিংবা লাভ-ক্ষতির হিসেবের দিকে বেশি মনযোগ দেওয়া হয়েছে;

৭. খুব গুরুতর পরিস্থিতি সৃষ্টি না হওয়ার পরেও তীব্রতর/ভুক্তভোগীপ্রবণ কিংবা আবেগীয় ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

এসব বিষয়ের কারণে সমাজে তথা বাংলাদেশি পাঠকদের মাঝে শান্তির পরিবর্তে যুদ্ধ এবং বিভাজনধর্মী মনোভাব গড়ে উঠছে। এতে সমাজে হিংসা ও দ্বেষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই সংবাদ বিবরণীতে তথ্যের উপস্থাপনা কেমন হওয়া উচিত শান্তি সাংবাদিকতা মডেলের আলোকে সে সম্পর্কে কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হলো–

১. সংঘাতের কারণসমূহের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও মূল কারণসমূহ বর্ণনা করতে হবে;

২. সংঘাত বা দ্বন্দ্বের অদৃশ্য বিষয়গুলোতে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে;

৩. সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মাঝে সমঝোতাকেন্দ্রিক সমাধানের পথ খোঁজার উপায়সমূহ তুলে ধরতে হবে;

৪. সকল স্তরের-সকল পক্ষের মানুষের বক্তব্য তুলে আনতে হবে;

৫. সকল পক্ষের সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য চেষ্টা করতে হবে;

৬. সম্পর্ক পুনর্নির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মাঝে সমঝোতা তৈরির প্রয়াস চালাতে হবে;

৭. খুব গুরুতর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হলে তীব্রতর/ভুক্তভোগীপ্রবণ কিংবা আবেগীয় ভাষা পরিহার করতে হবে।

সহায়কপঞ্জি

Alexa. (2022_a). Retrieved on Feb. 24, 2022, from www.alexa.com: https://www.alexa.com/siteinfo/bdnews24.com#section_competition

Alexa. (2022_b). Retrieved on Feb. 24, 2022, from www.alexa.com: https://www.alexa.com/topsites/countries/BD

Buchanan, K. (2019). *FALQs: Article 370 and the Removal of Jammu and Kashmir's Special Status.* Retrieved on Dec. 17, 2021, from blogs.loc.gov: https://blogs.loc.gov/law/2019/10/falqs-article-370-and-the-removal-of-jammu-and-kashmirs-special-status/

Creswell, J. W. (1994). *Research design: Qualitative & Quantitative Approaches.* Sage Publications, Inc.

Facebook. (2022_a). *bdnews24.com.* Retrieved on Jan. 02, 2022, from www.facebook.com: https://www.facebook.com/bdnews24 /about/ ?ref=pa. ge_internal

Facebook. (2022_b). *Prothom Alo.* Retrieved on Jan. 02, 2022, from www.facebook.com: https://www.facebook.com/DailyProthomAlo/about/?ref=page_internal

Galtung, J. (1986). ‘On the role of the media in worldwide security and peace’. In T. Varis (Ed.), *Peace and communication*. Universidad para La Paz. pp. 249–266.

Galtung, J. (2017). *Peace Journalism: What, Why, Who, How, When, Where.* Retrieved on Nov. 15, 2021, from TRANSCEND Media Service: https://www.transcend.org/tms/2017/01/peace-journalism-what-why-who-how-when-where/

Goffman, E. (1974). *FRAME ANALYSIS: An Essay on the Organization of Experience.* New York: Harper & Row.

Khan, A. (2019). ‘War or Peace Journalism: Exploring News Framing of Kashmir Conflict in DAWN Newspaper’. *International Journal of Media Science Works,* 6(10). pp. 1-6.

Lee, S. T. (2010). ‘Peace Journalism: Principles and Structural Limitations in the News Coverage of Three Conflicts’. *Mass Communication and Society,* 13(4). pp.361-384,
DOI: 10.1080/15205430903348829

Lee, S. T., & Maslog, C. (2005, June). ‘War or Peace Journalism? Asian Newspaper Coverage of Conflicts’. *Journal of Communication,* 55 (2). pp. 311-329.

Lynch, J., & McGoldrick, A. (2005). *Peace Journalism.* Gloucestershire: Hawthon Press.

Ministry of Law (1954, May 14). ‘THE CONSTITUTION (APPLICATION TO JAMMU AND KASHMIR) ORDER, 1954’. *The Gazette of India (Extraordinary Part II-Section 3),* New Delhi. pp. 821-828.

Ministry of Law and Justice (2019, August 9). ‘THE JAMMU AND KASHMIR REORGANISATION ACT, 2019’. *The Gazette of India (Extraordinary Part II-Section 1),* New Delhi, pp. 1-54,

Mustafa, F. (2019). *Explained: What’s changed in Jammu and Kashmir?* Retrieved on Dec. 25, 2021, from https://indianexpress.com/: https://indianexpress.com/article/explained/explained-article-370-has-not-been-scrapped-but-kashmirs-special-status-has-gone-5880390/

Ottosen, R. (2010). ‘The war in Afghanistan and peace journalism in practice’. *Media, War & Conflict*, 3(3). pp. 261-278, DOI: 10.1177/1750635210378944

Pan, Z., & Kosicki, G. M. (1993). ‘Framing Analysis: An Approach to News Discourse’. *Political Communication,* 10(1). pp. 55-75, Retrieved on March 19, 2022, from https://www.researchgate.net/publication/248988086_Framing_Analysis_An_Approach_to_News_Discourse

Sheuli, S. A. (2020, April). ‘Rohingya reporting often ignores PJ approaches’. *The Peace Journalist*, 9(1). pp. 12-14.